লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in /
lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের
পঞ্চায়েত বার্তা
পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ০৭ ● ১লা জুলাই২০১৩ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

গরীবদের অধিকার রক্ষায় নব জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগ

ফুটপাত, বস্তি, রেললাইনের ধার-এগুলো কি কোনওদিন মানুষের থাকার জায়গা হতে পারে? স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরেও ফুটপাতবাসীদের বি পি এল কার্ড না থাকা, ভোটাধিকার না থাকা, স্বাস্থ্য পরিষেবা না থাকা, পঠনপাঠনের ব্যবস্থা না থাকা, মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত না থাকা সত্যিই ভাবা যায় কি? এখানে থাকা এই মানুষগুলোই বারবার অন্যায় অবিচারের শিকার হয়। বস্তি উচ্ছেদ হয়, পুড়ে ছাই হয়। বুলডোজারের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ঘরবাড়ি, থালা বাসন। আর ফুটপাত-সেখানে যারা থাকেন তাদের অবস্থা তো আরও করুণ। ফুটপাত পরিচ্ছন্ন রাখার সুবাদে গড় গড় করে গড়িয়ে যায় এনামেলের থালা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে ধূলোমাখা জামা কাপড়, সাততালি মারা কাঁথা, কাগজ কুড়োনোর বস্তা, বাচ্চার জন্যে কারও কাছ থেকে পাওয়া ছেঁড়া জুতো মোজা, খাওয়ার জলের মাটির কলসিটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। আশ্চর্য হতে হয়, জীবনের এই ছিন্নভিন্ন রূপ দেখে। অথচ ওরাও মানুষ। সম্মানের সাথে বাঁচার অধিকার তো ওদেরও আছে। হোক না ওরা মুটে, মজুর, ঠেলাওয়ালা, বাড়ীর কাজের লোক। মাথা উঁচু করে বাঁচার লক্ষ্যে অধিকার আদায়ের দাবীতে তাদের সংগঠিত হবার কথা লিখেছেন তহমিনা মন্ডল।

কোলকাতায় গৃহহীন মানুষের সংগঠন কোলকাতা নব জাগরণ মঞ্চ ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীদের মৌলিক অধিকার রক্ষার দাবীতে বিগত সাত বছর ধরে কাজ করে চলেছে। খাদ্য, আশ্রয়, ভোটাধিকার এবং লিঙ্গ বৈষম্য সহ অন্যান্য সামাজিক ইস্যুতে ৩৬টি ওয়ার্ড জুড়ে গণ সংগঠন কোলকাতা নব জাগরণ মঞ্চ এই অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে।

ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে যে সমস্ত ইস্যুগুলিকে মূলত: বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, ফুটপাতে যারা বাস করেন তাদের জন্য বি পি এল কার্ড সহ অন্ত্যোদয়ের ব্যবস্থা করা, ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান করে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করা, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা, রাজীব গান্ধী আবাস যোজনায় বসবাসের অধিকার সুনিশ্চিত করা, যাতে তারা পরিবার নিয়ে একসাথে থাকতে পারেন। যতদিন পর্যন্ত রাজীব গান্ধী আবাস যোজনার ব্যবস্থা না করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সরকারি নৈশ আবাসগুলিতে যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে থাকার ব্যবস্থা করা। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, কোলকাতা, হাওড়া এবং আসানসোল মিলিয়ে ফুটপাতবাসীদের থাকার জন্য ২৫টি সরকারি নৈশ আবাস রয়েছে। রাতের এই আশ্রয় শিবিরগুলি ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট করা রয়েছে। কিন্তু ফুটপাতবাসীদের দুর্ভাগ্য হল, এই শিবিরগুলো সুষ্ঠুভাবে চলছে না। যেমন কোলকাতার ১৮টি নৈশ আবাসের

এরপর পাঁচের পাতায়

অল্প কথায়

পাঁচ দফা

বার্তা প্রতিনিধি: দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে পঞ্চায়েত ভোটের জট কাটল। ভোট হবে পাঁচ দফায়। থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

তারিখ	জেলা
১১ জুলাই	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর
১৫ জুলাই	পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান
১৯ জুলাই	হাওড়া, উ: ২৪ পরগণা, দ: ২৪ পরগণা
২২ জুলাই	নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ
২৫ জুলাই	দ: দিনাজপুর, উ: দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার

চারগুণ বেশি

বার্তা প্রতিনিধি: জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পে এককালীন সহায়তার পরিমাণ ১০ হাজার টাকা থেকে চারগুণ বাড়িয়ে ৪০ হাজার টাকা করা হয়েছে। ২০১২ সালের ১৮ই অক্টোবর থেকে এই বৃদ্ধি কার্যকর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বয়সের উর্ধবসীমাও ৬৪ বছর থেকে কমিয়ে ৫৯ বছর করা হয়েছে। বি পি এল পরিবারের উপার্জনক্ষম প্রধান ব্যক্তি ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়সের মধ্যে মারা গেলে তাঁর পরিবারকে এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
(সরকারি আদেশনামা-নং ২১৪৫/পিএন/পি/আই আই/৩ এফ-৯/২০০৬ পি টি-আই আই-২৯.০৫.২০১৩ ইং)

জমি মানচিত্র

বার্তা প্রতিনিধি: হুগলী, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার ব্লক ভিত্তিক জমির মানচিত্র অর্থাৎ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যাপ এর সিডি প্রকাশিত হয়েছে। এই জমি মানচিত্রে শিল্প, কৃষি, পর্যটন, জলাভূমি ও শহরের বসতি এলাকা পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হয়েছে। এক ফসলি, দু'ফসলি জমি এমনকি অনুর্বর জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য ভূমি দপ্তরই এই মানচিত্র নির্মাণের প্রধান উদ্যোগী। ইতিপূর্বে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূমের ব্লক ভিত্তিক জমির মানচিত্র তৈরি করা হয়েছিল। বাকী ৬টি জেলার মানচিত্রের কাজ চলতি বছরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

সামাজিক কাজে স্বনির্ভর দলের আগ্রহ বাড়ছে

ফাল্গুনী মাহাত: পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২ ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম উপর জাবর। এই গ্রামে ৬০-৭০টি পরিবারের বাস। এখানে পাঁচটি স্বনির্ভর দল থাকলেও চারটি স্বনির্ভর দলের কাজকর্মই বেশি চোখে পড়ে। স্বনির্ভর দল গঠনের পরেও দলের সদস্যরা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তেমনভাবে অবহিত হতে পারেননি। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লোক কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের সচেতনতা শিবির এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের পর থেকে সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানতে শুরু করেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কথাই ধরা যাক। স্বনির্ভর দলের সদস্যদের

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিষেবা সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। ধীরে ধীরে অঙ্গনওয়াড়ির পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর তারা অঙ্গনওয়াড়ির পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দেখা যায়, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিজের ইচ্ছে মত বাড়ী থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসেন। বাচ্চাদের সঠিক পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় না। স্বনির্ভর দলের সদস্য ও গ্রামবাসীরা লিখিতভাবে দাবী জানান, বাড়ী থেকে রান্না করে এনে খাবার দেওয়া চলবে না। প্রকাশ্য স্থানে রান্না করতে হবে এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলিও সঠিকভাবে দিতে হবে। স্বনির্ভর দলের সদস্য কালোমনি হেমব্রমের রাস্তার ধারে একটি ফাঁকা ঘর আছে। সেখানেই রান্না এবং পড়াশোনা করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে বলা হয়। স্বনির্ভর দল ও গ্রামবাসীদের দাবী মেনে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিকে গত মে মাস থেকে রাস্তার পাশেই কালোমনি হেমব্রমের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

জননী সুরক্ষার টাকা পেতে খুলতে হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

বার্তা প্রতিনিধি: এ বছর ১লা জুলাই থেকে জননী সুরক্ষার টাকা নগদে দেওয়া হবে না। এর জন্য দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী প্রসূতি মায়েদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। কারণ এই টাকা দেওয়া হবে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে। নিয়মের হঠাৎ বদলের ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের অভিমত হল, নগদে এতদিন ধরে যে টাকা দেওয়া হচ্ছিল তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রসূতিরা পেতেন না। স্বামী কিম্বা পরিবারের অন্য কেউ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকাটা সংগ্রহ করে নিজেরাই খরচ করে নিতেন। কিন্তু সরকার প্রসূতিরা যাতে নিজেদের হাতে টাকাটা পান সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে চাইছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, একমাত্র প্রসূতির অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা পড়লেই সেটা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

কিন্তু প্রসূতি মায়েরা নগদ টাকা

দিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন এমন সামর্থ কোথায়? সরকার অবশ্য এক্ষেত্রে একশ' দিনের কাজের অ্যাকাউন্টের মত জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট যাতে তারা খুলতে পারেন সেটা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। একবার অ্যাকাউন্ট খুললে তা সারা জীবন থেকে যাবে। সন্তান-সম্ভবা মায়েরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে চেক-আপে এলে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশানে লেখা থাকে। সেই প্রেসক্রিপশান দেখিয়েই তারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী এবং তপসিলী জাতি উপজাতি মায়েরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দিলে প্রথম দু'টি জীবিত সন্তানের জন্য প্রতিবার এককালীন ৫০০ টাকা করে পাবেন। শহরের ক্ষেত্রে এই ভাতার পরিমাণ দু'টি জীবিত সন্তানের ক্ষেত্রে ৯০০ টাকা।

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

জনপ্রতিনিধিহীন স্থানীয় সরকার

পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে আইনি লড়াই শেষ হল। সরকার কমিশন দ্বন্দ্বে আইন আদালতে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হবার পর সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে পঞ্চায়েতের শাপমুক্তি ঘটল। 'কবে হবে' 'কখন হবে' 'কিভাবে হবে' স্থানীয় সরকারের নির্বাচন নিয়ে এই দুর্ভাবনাটুকু কেটে যাওয়ায় মানুষও কিছুটা স্বস্তি পেল। তবে বেশ কিছুটা সময় গড়িয়ে গেল। এর মধ্যেই গ্রামের স্বশাসিত সরকার কার্যত: জনপ্রতিনিধিহীন হয়ে পড়ল। এক কথায় বলতে গেলে, অভিভাবকহীন হয়ে পড়া। এমনটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। রাজ্যে তেমন নজিরও নেই। সবচেয়ে আফশোষের বিষয় হল, সরকার বনাম কমিশনের জেদাজেদির আইনি লড়াইয়ে দীর্ঘায়িত হয়েছে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া, যার শিকার হতে হয়েছে গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকে। আর এটাই গ্রামের মানুষের কাছে বড় অস্বস্তির কারণ।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে গ্রামের উন্নয়ন, গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান, বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবা প্রভৃতি নানাধরনের জনমুখী কাজকর্ম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়। অর্থাৎ স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের রুটি রুজির পথ খুঁজে নেয়। পঞ্চায়েতের এই বিলম্বিত নির্বাচন গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের যে অসহায়তার মধ্যে ফেলল সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের জন্য সরকারি স্তরে তহবিল ঘাটতির মত ভাবনাচিন্তারও কি ঘাটতি হচ্ছে? ভোটের তারিখ নিয়ে, জেলা নিয়ে জেদাজেদি দেখা গেল, অথচ পঞ্চায়েতের বর্তমান অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক ভাঁড়ারে টান পড়ার প্রশ্নে কোনরূপ জেদাজেদি দেখা গেল না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে অনেক বিতর্কের মধ্যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া কোন স্বশাসিত স্থানীয় সরকারের যে একদিনও চলা উচিত নয় সে প্রশ্নটাই বা সামনে এলো না কেন? যেখানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার প্রতিনিধি নির্বাচন করাটা জনগণের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার হিসাবে স্বীকৃত সেখানে আমলাতান্ত্রিকতা দিয়ে একদিনও যে স্বশাসিত সংস্থাকে চালানো উচিত নয় সেই বোধোদয়টাই বা হল না কেন? আসলে অনেকেই ভাবেন, শ্রমজীবী মানুষের জন্য অনেক কিছু না থাকার মধ্যে অধিকারবোধটুকুও যদি শূন্য করে দেওয়া যায় তাহলেও মনে হয় তেমন কিছু ক্ষতি হবে না।

চিকিৎসা বিষয়ে ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইন

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার খুঁটিনাটি জানতে ২৪ ঘন্টার হেল্পলাইন পরিষেবা চালু করতে চলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সপ্তাহের সব দিন এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। হেল্পলাইনে ফোন করলে রাজ্যের ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, ২১টি জেলা হাসপাতাল এবং ৪৫টি মহকুমা হাসপাতালের আউটডোর, ইনডোর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, ডাক্তার, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা, রক্তের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয় জানা যাবে। এমন কি এই হেল্পলাইনে ফোন করে যে কেউ হাসপাতাল সম্পর্কে অভিযোগও জানাতে পারবেন। প্রাথমিক ভাবে এই সমস্ত তথ্য নিয়ে হেল্পলাইন চালু হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টেট জেনারেল এবং ব্লক স্তরের হাসপাতাল সম্পর্কেও তথ্য জানানো হবে। এই হেল্পলাইনে চিকিৎসার গাফিলতি এবং হাসপাতাল সম্পর্কিত অভিযোগ করা যাবে। প্রতিটি অভিযোগকারীই ডকেট নাম্বার পাবেন। অভিযোগের কতটা সুরহা হল তা তাকে ফোন করে জানানো হবে।

বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতের দৃষ্টান্তমূলক কাজ

পঞ্চায়েত সদস্যদের ঐক্যই হাতিয়ার

গোয়ার গ্রাম, ব্লক এবং সমস্ত জেলা পঞ্চায়েতের সদস্যরা মারগাঁওতে একসাথে বসে আলোচনা করছিলেন, পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে তারা সরকারকে কিভাবে তাদের সংহতি দেখাতে পারেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। সরকারের কাছ থেকে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার আদায়ে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। পঞ্চায়েত ডেমোক্রেটিক ফোরামের ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে স্থানীয় সরকারের সদস্যরা রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'প্রথম থেকে পঞ্চায়েতের সাথে কোনওরূপ আলোচনা না করে কিভাবে বাড়ীর কর প্রথা বিলোপ করতে পারে রাজ্য সরকার।'পঞ্চায়েত ও জেলা পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যরা দলমত নির্বিশেষে পঞ্চায়েতের অধিকার সংক্রান্ত ইস্যুগুলি সকলের সামনে তুলে ধরতে শুরু করলেন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে হাতিয়ার করে তারা রাজ্য সরকারকে বাধ্য করলেন 'গোয়া পঞ্চায়েতী রাজ অ্যাক্ট, ১৯৯৪', সংশোধন করতে।

মহিলা সুরক্ষার পথ দেখাচ্ছে পঞ্চায়েত

কেরালার আলাপুঝা জেলার মারাইক্কুলাম দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত মহিলা সুরক্ষার প্রতি নজর দিয়ে 'মহিলা বন্ধু' পঞ্চায়েত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। দুর্বৃত্তদের শ্লীলতাহানি সহ অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপের শিকার থেকে বাঁচতে পঞ্চায়েত গড়ে তুলেছে বালিকা সৈনিকের দল। এই কর্মসূচিতে পঞ্চায়েতের অধীনে তিনটি স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ৬২০ জন ছাত্রীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য সামরিক কলা-কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এই প্রশিক্ষণ দেবে কেরালার মাস্টার্স মার্টিয়াল ফেডারেশন। পঞ্চায়েত সভাপতি জানান, মাস্টার টমাস এর নেতৃত্বে ৫০ জন প্রশিক্ষকের একটি দল মেয়েদের সামরিক কলা-কৌশল শেখাবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এবার থেকে পঞ্চায়েতের মহিলা সৈনিকরা তাদের উপর যে কোন ধরনের আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারবেন। পঞ্চায়েত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সমস্ত মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে তাদের সকলকে শীঘ্রই এই প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

এদিকে ১৯৯১ সালে ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জনকারী এরনাকুলাম, বর্তমানে জেলা পঞ্চায়েত, পরিযায়ী শ্রমিকদের মাতৃভাষায় শিক্ষিত করে তুলতে এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে অধিকারবোধ জাগিয়ে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা। জেলা পঞ্চায়েতের অধীন বিভিন্ন সরকারি স্কুলে ক্লাসগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধে সাহসী পদক্ষেপ

ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করায় উদ্বিগ্ন হরিয়ানার কিষাণগড় গ্রাম পঞ্চায়েত কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করল। পঞ্চায়েতের এক সভায় সব সদস্য মিলে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন, 'যে সমস্ত ব্যক্তি এবং পরিবার কন্যাভ্রূণ হত্যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাদেরকে সামাজিক বয়কট করার পাশাপাশি ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।' পঞ্চায়েতের এক বড় সভা ডেকে এই শাস্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল যাতে সবাই এটা জানতে পারেন এবং শাস্তির কথা ভেবে কন্যা ভ্রূণ হত্যা করতে কেউ সাহস না পান।

পঞ্চায়েত এ বিষয়ে নজরদারি করতে এবং কন্যা ভ্রূণ হত্যা প্রতিরোধের লক্ষ্যে পাঁচজন মহিলার একটি কমিটি তৈরি করেছে। এই কমিটির একটি বড় কাজ হল, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা প্রচার চালানো এবং বিশেষত: মহিলাদের এই মর্মে বোঝানো যে, কন্যা ভ্রূণ হত্যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

খোলা জায়গায় নিষিদ্ধ হল মলত্যাগ

খোলা জায়গায় মলত্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নজির সৃষ্টি করল ঝাড়খন্ডের লোহারডাঙ্গা জেলার রাতু ব্লকের লানা ও ভাটখিজরি গ্রাম পঞ্চায়েত। ডায়েরিয়া এবং কলেরার মত জলবাহিত রোগের প্রকোপ ঠেকাতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে দুই পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে। মারিয়াতু এবং একাগুড়ি গ্রাম নিয়ে গঠিত লানা পঞ্চায়েত গ্রামসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, যারা বাইরে মলত্যাগ করবে তাদেরকে ১৫১ টাকা জরিমানা করা হবে। তাছাড়াও যদি কেউ নির্দেশ অমান্য করে তাকে গ্রামসভায় জনসমক্ষে হেনস্থা করা হবে। ১০৭ টি পরিবার বিশিষ্ট লানা পঞ্চায়েত হল রাজ্যের তৃতীয় পঞ্চায়েত যারা গত ৬ মাস ধরে বাড়ীর বাইরে মলত্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমন কি, কিছু কিছু গ্রামবাসীর বাড়ীতে পায়খানা থাকা সত্ত্বেও বাইরে মলত্যাগ করার প্রবণতা রোধে তাদেরকেও বারবার সতর্ক করা হয়েছে।

এই দুই পঞ্চায়েতের দৃষ্টান্তমূলক কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ঝাড়খন্ডের পানীয় জল ও শৌচাগার বিভাগের মুখ্য সচিব সুধীর প্রসাদ বলেন, যদি সব পঞ্চায়েতগুলো এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাহলে জলবাহিত রোগের প্রকোপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাবে। তা ছাড়া, মারিয়াতু ও একাগুড়ি গ্রামের দিনমজুররা প্রায়শই পেটের রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে মজুরি খোয়াবেন না। এই পঞ্চায়েতের মুখিয়া শিলবন্তী দেবীর মতে, নির্মল ভারত অভিযানের ব্যাপক প্রচারের ফলে মারিয়াতু এবং একাগুড়ির সব বাড়ীতেই শৌচাগার তৈরি হয়েছে।

এরপর চারের পাতায়

জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমলে উপকৃত হবে গরীব মানুষ

বার্তা প্রতিনিধি: জুলাই মাস থেকে স্বল্পমূল্যে জীবনদায়ী ওষুধগুলি পাওয়া গেলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে গ্রামের গরীব মানুষ। ৩৪৮টি জরুরী ওষুধ সহ অন্তত ৬৫২ রকম ওষুধের নির্দিষ্ট উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রকের অন্তর্গত ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের অধীন ন্যাশানাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। এ ব্যাপারে ১৬ মে 'ড্রাগ প্রাইসিং অর্ডার' সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারী করা হয়েছে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। এই দিন থেকেই নতুন দাম কার্যকরী করার নির্দেশ দেওয়া হলেও ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে আগের জমে থাকা ওষুধগুলি বিক্রির জন্য ৪৫ দিন সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে আশা করা যায়, জুলাই মাস থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমলেও ক্যানসারের ওষুধ সহ অধিকাংশ জীবনদায়ী ওষুধের দাম ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। বেঁধে দেওয়া মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কোন ওষুধ বিক্রি হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ থেকেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সব মহল থেকে ওষুধের দাম কমানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে। ক্যানসারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের দামই সাধারণ মানুষের পক্ষে বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিক সঙ্গতিহীন মানুষের চিকিৎসার সামর্থ থাকে না। রোগীর জীবন বাঁচাতে গিয়ে ঘটিবাটি, এমনকি ভিটেমাটিটুকু পর্যন্ত বিক্রি করতে হয় এমন নজিরও অনেক। কম দামে ওষুধ পাওয়া গেলে গরীব মানুষরা অন্তত চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি পাবেন।

পরিবেশ সুরক্ষায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা

জয়ন্ত দাস: আমেরিকার দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ দূষণের মূল্যায়ন করা হয়েছিল যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছিল '২০১০ এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স'। মূল্যায়নে জানা গিয়েছে,পরিবেশ দূষণ রোধে সবচেয়ে ভাল কাজ করেছে আইসল্যান্ড, আমেরিকা রয়েছে ৬০টি দেশের পেছনে, আর ভারতের স্থান ১২৩ নম্বরে।

এদিকে ভারতেও সম্প্রতি পরিবেশ নিয়ে সমীক্ষা করেছে 'ইনস্টিটিউট ফর ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ'। এই সমীক্ষার ফলে তৈরি হয়েছে এক সূচক, যার পোশাকি নাম এনভায়রনমেন্টাল সাসটেনেবিলিটি ইনডেক্স'। মাপকাঠির ভিত্তিতে দেখা হয়েছে পরিবেশ সুরক্ষায় কোন রাজ্য কতটা এগিয়ে রয়েছে। দেখা গেছে প্রথম সারিতে রয়েছে মনিপুর, নাগাল্যান্ড,মিজোরাম, উত্তরাঞ্চল এবং সিকিম। দ্বিতীয় সারিতে আছে কেরালা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ওড়িষা, ঝাড়খন্ড ও ছত্তিশগড়ের। পশ্চিমবঙ্গে যে দু'টি দপ্তরের কাজকর্ম - গ্রামীণ এলাকাতে প্রভাব ফেলতে পারে সেই দু'টি দপ্তরের একটি হল বনদপ্তর, অন্যটি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের পাশাপাশি ২০০২ সালে ভারতে চালু হয় জীব বৈচিত্র্য আইন (The Biological Diversity Act)। এই আইনের প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য হল-

ক) জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

খ) জীব বৈচিত্র্যের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

গ) জীব বৈচিত্র্য বা সে সম্পর্কিত কোনও জ্ঞান বা প্রথার অর্জিত সুফলের সুষম বন্টন।

এই আইন রূপায়ণের জন্যে এক ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জাতীয় স্তরে - জাতীয় জীব বৈচিত্র্য প্রাধিকরণ (National Biodiversity Authority)।

রাজ্য স্তরে - রাজ্য জীব বৈচিত্র্য পর্ষদ (State Biodiversity Board)।

স্থানীয় স্তরে - জীব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি (Biodiversity Management Committee)।

আইনের ৪১(১) ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তার এলাকার জন্যে একটি জীব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি (BMC) গঠন করতে হবে। এই সমিতির প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে সেই এলাকার জীবসম্পদ এবং সে সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রথা নথিভুক্ত করা। রাজ্য জীব বৈচিত্র্য পর্ষদের তত্ত্বাবধানে এবং স্থানীয় মানুষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তৈরি এই নথির নাম দেওয়া হয়েছে 'জন জীব বৈচিত্র্য নথি' (People's Biodiversity Register)। জীব বৈচিত্র্যর গুরুত্ব উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গে ২০০৪ সালে রাজ্য জীববৈচিত্র্য আইন রূপায়ণ করতে যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন তা উপলব্ধি করে রাজ্যের পরিবেশ, পঞ্চায়েত, বনবিভাগ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, কৃষি বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের এই পর্ষদে রাখা হয়েছে। আছেন মৎস্য, পশুপালন, উদ্যানপালন, রাজ্য ভেষজ পর্ষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের পক্ষ থেকে জানা গেছে এপর্যন্ত ১৭টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং তিনটি পৌরসভাতে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠিত হয়েছে। ৫০টি গ্রাম

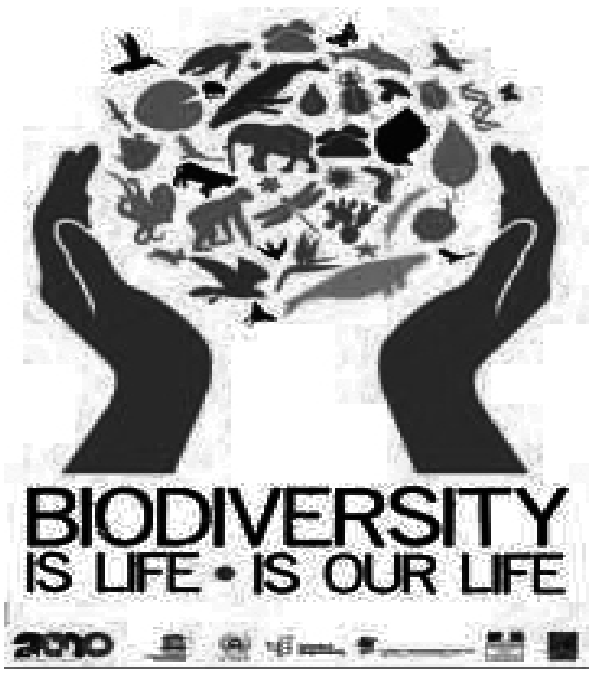

পঞ্চায়েত ও ৪টি পৌরসভায় জনমজীববৈচিত্র্য নথি তৈরির কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩টি মৌজার জনজীববৈচিত্র্য নথি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি কল্যাণী পৌরসভা প্রকাশ করেছে ঐ এলাকার জনজীববৈচিত্র্য নথি।

এপর্যন্ত পড়ে পাঠকরা বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে গেলে বিষম খেতে পারেন। এমনিতেই পরিবেশ বিষয়টি এখনো অনেকেই সৌখিনতা বলেই ভাবেন। পাশাপাশি সরকারি স্তরে সদিচ্ছার অভাবও একটি বড় কারণ। সরকারি উদ্যোগকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি আমলাতান্ত্রিকতার ফাঁসে আটকে গেছে। পঞ্চায়েত আইনের ৭৩ তম সংশোধনীর কোথাও 'পরিবেশ' শব্দটি ঢোকানো হয়নি। অবশ্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রক দিল্লীর ইন্ডিয়ান এনভায়রনমেন্টাল সোসাইটিতে স্থাপন করেছে এনভিস সেন্টার অন পঞ্চায়েতিরাজ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। ঐ সেন্টারের উদ্দেশ্য বিশদে আলোচনা না করে কতগুলো তথ্য এবং ঘটনার কথা উল্লেখ করে এই প্রতিবেদন শেষ করবো। ভারতে এই মুহূর্তে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষের মোবাইল ব্যবহার করার সক্ষমতা আছে। অথচ ভারতে আধুনিক শৌচাগার ব্যবহার করেন মাত্র ৩৬ কোটি মানুষ। মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩১ শতাংশ। সম্পদের অসম বন্টনের ভয়ঙ্কর তথ্য উঠে এসেছে রাষ্ট্রসংঘের এক সমীক্ষা থেকে। অবশ্য স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে একদিকে শুরু হয়েছে জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি অন্যদিকে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি।

রাজ্যের ১৪টি জেলায় ৫০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল গ্রাম পুরস্কারের জন্যে এই বছর মনোনীত করা হয়েছে। নির্মল গ্রামের প্রচারকার্য চালানোর জন্যে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটিকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুই দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত স্যানিটারী মার্টের সদিচ্ছার অভাবে এই উদ্যোগও মার খেতে বসেছে। পাশাপাশি রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে দিল্লীর তরু (Taru) নামে একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা সমীক্ষা করার জন্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি ঘটনার কথা পাঠকদের জানাই। একটি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের, অন্যটি কেরালার। পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম ব্লকের শালবনি পঞ্চায়েতের জিতুশোল ও লোধাশুলি পঞ্চায়েতের গজশিমুল ও মোহনপুর এলাকার তিনটি স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার বিরুদ্ধে দূষণ ঘটানোর অভিযোগ অনেক দিনের। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য আইন আধিকারিক (ল অফিসার) বিশ্বজিত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঝাড়গ্রামের স্পঞ্জ আয়রণ কারখানাগুলির দূষণের ব্যাপারে আমরা সরেজমিন তদন্তে গেলে আগাম খবর পেয়ে উৎপাদন বন্ধ রেখে দেওয়া হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসককেও তখন এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। এই স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার দূষণের বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম এলাকায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং লোধাশুলি পঞ্চায়েতের নির্দল সদস্যকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তারের খবরতো অনেকেরই জানা।

কেরালার ঘটনাটা বহুজাতিক বিষকোলাকে নিয়ে। কেরালার পালাক্কাদ গ্রামে কোকোকোলার বটলিং প্ল্যান্ট ছিল। এই প্ল্যান্ট ভূগর্ভ থেকে জল তুলেছে এবং জল তোলার ফলে চাষের জমির ক্ষতি হয়েছে। ঠান্ডা পানীয় বানাতে গিয়ে কারখানার পাশে দূষিত পদার্থের পাহাড় জমেছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪, টানা পাঁচ বছর এই দুস্কর্ম চালিয়ে গেছে তারা। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দা ও পঞ্চায়েতের প্রতিবাদে তাদের পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে ২০০৫ সালে। পালাক্কাদ গ্রামে দূষণ করার জন্যে সম্প্রতি ঐ বহুজাতিক কোলা কোম্পানিকে ৪৭ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে কেরালা সরকার। পরিবেশকে কোন রাজ্য কি চোখে দেখছে এই ব্যাপারে বিবেচনার ভার এবার সচেতন পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা শিবির

ফাল্গুনী মাহাতো: পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-২ ব্লকের মাঝিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম উপর জাবর ও নীচ জাবর এলাকায় প্রতি বছর মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায়। তাই ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে স্বনির্ভর দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি দু'দিন ব্যাপী এক আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মাঝিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য সুপারভাইজার কাশীনাথ মাহাতো ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে মশারি ব্যবহার, বাড়ীর আশে পাশে জল জমতে না দেওয়া এবং বাড়ীকে আবর্জনামুক্ত রাখার ওপর জোর দেন। নলকূপ ও কুয়োর পাশে জল যাতে না জমে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য তিনি গ্রামবাসীদের আহ্বান জানান। জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা মাত্র তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে কারুর সময় নষ্ট করা উচিত নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি রাজ কিশোর সিংহ দলের সদস্যদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রচারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সন্তান-সম্ভবা মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

বার্তা প্রতিবেদন: সন্তান-সম্ভবা মায়েদের খাওয়া দাওয়া এবং যত্ন সম্পর্কে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সচেতন হওয়া দরকার। মনে রাখবেন, সন্তান-সম্ভবা মায়েদের যথাযথ পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ ও নিয়মিত বিশ্রামের ফলে শরীর মন ভাল থাকলে সুস্থ শিশুর জন্ম দেওয়া সহজ হয়।

- শিশুর সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি গড়ে ওঠে মায়ের গর্ভে।
- এই সময় সন্তান-সম্ভবা মায়েদের পুষ্টিকর খাবার যেমন, শাকসবজি, ডাল, ডিম, ফল ইত্যাদি খাওয়া প্রয়োজন।
- মনে রাখবেন, সন্তান-সম্ভবা মায়েদের খাবারের পরিমাণ সাধারণের থেকে এক চতুর্থাংশ বেশি হওয়া দরকার।
- সন্তান-সম্ভবা মায়েদের জন্য আয়রণ ও ফলিক অ্যাসিড যুক্ত বড়ি অঙ্গনওয়াড়ী অথবা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করবেন।

- সন্তান-সম্ভবা মায়েরা যেন রাতে ৮ ঘন্টা ঘুমোন এবং দিনে কমপক্ষে ২ ঘন্টা বিশ্রাম করেন। সন্তান-সম্ভবা মায়েরা যেন কোনরকম মানসিক অশান্তিতে না ভুগেন সেদিকে পরিবারের সকলের খেয়াল রাখা দরকার।
- সন্তান-সম্ভবা মায়েরা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র থেকে অনুপূরক পুষ্টিযুক্ত খাবার নিয়মিতভাবে পাবেন।

- অপুষ্ট শিশুর জন্ম প্রতিরোধে সন্তান-সম্ভবা মায়েদের জন্য শান্তিপূর্ণ হাসিখুশি পরিবেশ এবং উপযুক্ত পরিচর্যা জরুরী। সন্তান-সম্ভবা মায়েরা এধরনের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হলে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী, 'আশা', এ এন এম, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করবেন। মনে রাখবেন বাড়ীতে নয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রসব হওয়া জরুরী।

মিশ্রচাষই উদয়কে অস্ত যেতে দেয়নি

জয়ন্ত দাস: ইছামতী নদীর যে পাড়ে বাদুরিয়া পৌরসভা ভবন, ঠিক তার অপর পাড়ের গ্রামটির নাম পূড়া। ২৫০০ জনসংখ্যার কাছাকাছি এই গ্রামটিতে ঢোকার মুখেই কিছুটা হতচকিত হতে হল এই গরমে মাঠের পর মাঠ জুড়ে বাঁধাকপির চাষ দেখে। কৌতূহলী মন টেনে নিয়ে গেল ঐ মাঠের চাষীর কাছে। এই সময়ে বাঁধাকপির চাষ কেন-এমন বোকা বোকা প্রশ্ন শুনে বিরক্ত চাষী জানালেন অসময়ের বাঁধাকপি বাজারে বেশি দামে বিকোয় জানেননা বুঝি? চাষীর কাছ থেকেই জানলাম অসময়ের এই হাইব্রিড বাঁধাকপি চাষ করতে হলে রাসায়নিক সার ও বিষতেল বাবদ প্রচুর খরচ হয় বটে কিন্তু ফসল ভাল হলে লাভের অঙ্কটাও খারাপ হয় না। মন্তব্য না করে দু'পাশের বাঁধাকপি আর বেগুন ক্ষেতকে সাক্ষী রেখে এগিয়ে চললাম গ্রামের আরও ভেতরে। গন্তব্যস্থল, বাজারমুখী চাষ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য না দিয়ে যিনি সবজি চাষের নিজস্ব ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন সেই উদয় দাসের ক্ষেতে।

বাবার আমলের যৌথ পরিবার ভেঙে পরবর্তীতে আলাদা সংসার হওয়ার পর ১৫ কাঠা চাষের জমি ভাগে পান। বাবার আমলে গোবর সার বা অন্যান্য জৈব সার দিয়ে ধান ও পাট চাষ হলেও বছর পঁচিশ আগে থেকেই সরকারি ভর্তুকি দেওয়া উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও বিষতেল দিয়ে চাষ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন সকলেই। অন্যান্য ভাইদের মতো রাসায়নিক নির্ভর চাষ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হলেও উদয় দাসের মাঝে মধ্যেই মনে হত এভাবে চাষ করে হয়তো লাভ হচ্ছে না। বিগত দশ-পনের বছর ধরে ভাবনাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেলেও দানা বাঁধে যখন বেশ কয়েক বছর আগে সেবার চৈত্র মাসে সারের দোকানে হালখাতার দিনে দেনা শোধ করতে গিয়ে ছাগল বিক্রি করতে হয় উদয় দাসকে। অবশ্য তাতেও এই চলতি চাষ ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে এসে একটু অন্যরকম কিছু করার মতো মনের জোর ছিল না তার। ১৯৯৮ সালের একটি দুর্ঘটনাই সেই জোর এনে দিয়েছিল তাকে।

এই বছরেই, পেটের প্রচন্ড ব্যথায় কাতর হয়ে উদয় দাস হাসপাতালে ভর্তি হন। বেশ কয়েক মাস পর যখন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ী ফেরেন তখন চিকিৎসার খরচ বাবদ তার ভাগের জমি থেকে ৫ কাঠা বিক্রি হয়ে গেছে। এদিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় চিকিৎসকেরা বারবার বলে দিয়েছিলেন রাসায়নিক সার ও বিষতেল নৈব নৈব চ। সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে অন্যরকম কিছু করার কথা ভাবতে থাকেন উদয় দাস। ইতিমধ্যে পরিচয় হয় সমাজকর্মী সুজিত অধিকারী ও বাবলু মন্ডলের সঙ্গে। তাদের পরামর্শে মিশ্র চাষ

শুরু করেন তিনি। এধরনের চাষের বেশ কিছু সুবিধা আছে। যেমন এই ধরনের চাষে জমিকে বেশি দিন ধরে ও ভালভাবে ঢেকে রাখা যায়, যাতে বৃষ্টিপাতের ফলে জমির ক্ষয়রোধ হয়। তাছাড়া মাটির বিভিন্ন স্তরকে একই সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ফসলের চাষ হওয়ায় রোগপোকার আক্রমণ ব্যাপক হতে পারে না। আবার রোগ পোকার আক্রমণে কোনও নির্দিষ্ট ফসল নষ্ট হয়ে গেলে অন্য ফসল চাষীকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

উদয় দাস তার ১০ কাঠা জমিকে চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। জমির দক্ষিণ পূর্ব দিকের অংশে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত লাইন বরাবর বেড তৈরি করেন। প্রথমে কুপিয়ে বেডের তলাকার মাটি আলগা করে নিয়েছিলেন। তার উপরে পাতা ও খড় দিয়ে ৪ থেকে ৫ সেমি একটি আস্তরণ করেন। তার উপরের মাটিতে কম্পোস্ট সার মেশানো হয়। এইভাবে বেড তৈরি করে প্রাক্ খরিফে বেগুন লাগিয়েছিলেন। কিন্তু বেগুনে পোকা লেগে যাওয়ায় পরে তিনি সেই গাছ তুলে লঙ্কা ও কামরাঙা সীম চাষ করেন। জমির উত্তর-পূর্ব দিকের অংশে কয়েকটি মাচা রয়েছে। প্রাক্ খরিফে সেই মাচাতে সীম আর পুঁইশাক ছিল। মাচার তলাতে ছিল কড়াই। ঐ ফসল উঠে যাওয়ার পরে খরিফ মরশুমে উচ্ছে এবং কামরাঙা সীম লাগানো হয়। ভাল ফলন পাওয়ার জন্যে উদয় দাস সীম গাছগুলিকে মাচায় তুলে দিয়েছিলেন।

জমির উত্তর-পশ্চিম দিকের অংশে সেচের জন্যে নালা কাটা হয়েছিল, যেটা যাতায়াতের পথ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ঐ অংশে কয়েকটি কলাগাছ রয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে সবজি ক্ষেতের আদর্শ গাছগুলির অন্যতম হল কলাগাছ। এই গাছের ফুল, ফল, কান্ড সবই কাজে লাগে, পাতা থালা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং গাছের ছাল পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায় তা বাসন পরিষ্কার করতে কাজে লাগে, তবে এই গাছটিতে নিয়মিত কিছু জল দিতে হয়। সবজি ক্ষেতে

সাধারণত সেইরকমই গাছ লাগানো ভাল যেগুলি সহজেই জন্মায়, বেশি দেখাশোনা করতে হয় না এবং বহু দিন ধরে ফসল পাওয়া যায়। সেই রকমই বেশ কিছু গাছ লাগিয়েছিলেন উদয় দাস। যেমন বুলেট লঙ্কা প্রায় ১ বছর ধরে ফলন দেয়। পেঁপে ফলন দেয় ৪ বছর ধরে, উচ্ছে ৫ মাস ধরে।

জমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একটা ছোট নার্সারীতে কাঁঠাল, পেঁপে, বরবটি, কড়াই এবং পুঁইশাকের চারা রয়েছে। শুধু জমির অংশই নয়, জমির চারপাশের আলকেও উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ব দিকের আলে লাগানো রয়েছে পেঁপে, ভোট কচু এবং উচ্ছে। উত্তর দিকের অংশে রয়েছে খামালু, কলা, নজনে, পেঁপে, লঙ্কা, বরবটি, কামরাঙা সীম, ঝিঙ্গে ইত্যাদি। উদয় দাসের জমির উত্তর দিকে কাঁচা রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তা এবং আলের মাঝে যে নালা রয়েছে তার উপরে মাচা তৈরি করে তুলে দেওয়া হয়েছে ঝিঙ্গে, সীম এবং খামালুর লতাকে। পশ্চিম দিকের আলে রয়েছে পেঁপে, ঝিঙ্গে, ঢ্যাড়শ এবং সীম। উদয় দাস জানালেন, এইভাবে চাষ করার ফলে সারা বছরই তার জমিতে কোনও না কোনও ফসল থাকে। ফলে জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার সুযোগ হয় না। সেই কারণে পরবর্তী ফসল লাগানোর আগে জমি কোদাল দিয়ে কোপানো হয়।

তারপর কিছুটা রোদ এবং বৃষ্টি খাইয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পরেই সেই জমিতে পরবর্তী ফসল লাগানো হয়। উদয় দাস জানালেন, জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করতে না পারলেও তার পরিমাণ এখন অনেকটাই কমে গেছে। ১০ কাঠা জমিতে এখনও পাঁচ কেজির মতো অ্যামোনিয়াম সালফেট লাগে, তবে ইউরিয়ার পরিবর্তে মুরগীর লিটার ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে বলে তিনি জানান। এছাড়া লঙ্কার ক্ষেত্রে ১২ কেজি নিমখোল এবং লাউয়ের ক্ষেত্রে ২০০ কেজি গোবর সার ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এছাড়া, বাড়ীতে কম্পোস্ট এবং ভার্মি কম্পোস্ট করে তিনি জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করেন। বীজ থেকেই পরিচর্যা শুরু হয় বলে উদয় দাসের জমিতে সেভাবে রোগপোকা লাগেনি। তবে লাউ এবং সীম গাছে ফলছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ঠেকাতে নিমতেলের সঙ্গে সাবান জল ১:২০ অনুপাতে মিশিয়ে ব্যবহার করে তিনি ভাল ফল পেয়েছিলেন। এই মিশ্রণ জন্তু জানোয়ার, পাখি বা অন্যান্য উপকারী পোকার ক্ষতি করে না। এছাড়া গো-চনা দিয়ে বীজ শোধন করার ফলে বীজতলাতেও পোকার আক্রমণ সেভাবে হয়নি।

সারের দোকানের দেনায় জেরবার হয়ে যখন উদয় দাস অন্যরকম কিছু করার তাগিদে ১৯৯৯ সালে তার চাষের ধারাটাই পাল্টানো শুরু করেছিলেন তখন অন্য চাষীদের সঙ্গে তার ভাইয়েরাও ভেবেছিলেন ছেলে, বৌ নিয়ে বেচারি নির্ঘাত মাঠে মারা যাবে। আজ সেই সারের দোকানের দেনা তো শোধ হয়েছে, মেয়ের ভাল জায়গায় বিয়েও হয়েছে। ছেলেরা দর্জির কাজ শিখে নিজেদের মতো করে রোজগার করতে শিখেছে। চাষের আয় থেকে তিনটি গরু কেনা হয়েছে। বাড়ীতে নতুন টিভি এসেছে। আগামী দিনে পুরোনো কাঁচা ঘর ভেঙে নতুন পাকা ঘর তোলার স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন উদয় দাস। সেই স্বপ্নে মজে তার ছোট ভাই কিছুটা হলেও তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতে শুরু করেছেন।

অর্থের অভাবে অধরাই আসরাফুলের স্বপ্ন

নাসিরুদ্দিন গাজী: বাংলার ক্রীড়া ক্ষেত্রের প্রতি অসহযোগিতা আর অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রতিভা। তেমন একজন ক্রীড়াবিদ হল হুগলীর আরামবাগ শহরের ১০ নং ওয়ার্ডের শেখ আসরাফুল ইসলাম, যাকে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ চেনেন রাকেশ চৌধুরী নামে।

একরাশ স্বপ্ন ছিল রাকেশের চোখে। তার ইচ্ছা ছিল জাতীয় দলের জার্সি পরে মাঠে নামার। সে ছোট্ট থেকে নিয়ম করে প্রতিদিন আরামবাগ ঈদগাহ জুবিলি পার্ক মাঠে অনুশীলন করতো। বাঁহাতি ব্যাটসম্যান, ডিউস ও ক্যান্ট্রিস দু'ধরনের বলে সমান পারদর্শী। বোলার হিসাবে একের পর এক উইকেট নিয়ে চমকে দিতে পারে উপস্থিত দর্শকদের। আরামবাগ পুরসভার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ২০০৯ ও ২০১০ পরপর দু'বছর বর্ষ সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি রাকেশকে খেলাধূলার জগতে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়।

২০০৩-০৪ সালের ক্রিকেট মরশুমে রাকেশ সুযোগ পেয়েছিল কোলকাতার দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেট ক্লাব হাওড়া সালকিয়া ফ্রেন্ডস-এ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাবে রাকেশকে ক্লাব ছেড়ে দিতে হয়। কারণ সপ্তাহে পাঁচদিন আরামবাগ থেকে কোলকাতায় প্র্যাকটিস করতে যাওয়ার খরচ যোগাড় করার মত সামর্থ রাকেশের ছিল না।

২০০৭-০৮ সালের ক্রিকেট মরশুমে মোহনবাগান মাঠে রশিদপুর ইউনাইটেডের হয়ে অংশ নিয়েছিল রাকেশ। কিন্তু অর্থ না পেয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তবে কেউ রাকেশের পাশে না দাঁড়ালেও শুধুমাত্র 'হায়ার প্লেয়ার' হিসেবে রাকেশের নাম এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই 'হায়ার প্লেয়ার' হিসাবে রাকেশকে দৌড়াতে হয় সুরাট, দিল্লী, লক্ষ্মৌ, ব্যাঙ্গালোর, তামিলনাড়ু, হায়দ্রাবাদ, বেনারস প্রভৃতি জায়গায়। ঘর বোঝাই হয়ে গিয়েছে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ, ম্যান অফ দ্যা সিরিজ এর পুরস্কারে।

তবু রাকেশের একটাই যন্ত্রণা, যে আরামবাগের মাটি, জল-হাওয়ায় সে বেড়ে উঠেছে, সেখানকার দন্ডমুন্ডের কর্তারাই কেড়ে নিয়েছেন তার শৈশবের চিরলালিত স্বপ্ন। তাই রাকেশের আবেদন, আরামবাগ সহ গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে গড়ে উঠুক নিজস্ব ক্রিকেট অ্যাকাডেমী। প্রতিটি পুরসভা, পঞ্চায়েতে থাকুক নিজস্ব একটি ক্রিকেট খেলার মাঠ, যেখান থেকে মিলতে পারে নতুন নতুন প্রতিভার সন্ধান।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিষেবা গ্রহণ করে শিশু, সন্তান-সম্ভবা ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করুন। আপনার শিশুর ওজন ও শারীরিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে মা ও শিশুর জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস (ভি এইচ এন ডি) পালন করুন।

দু'য়ের পাতার পর

খোলা জায়গায় নিষিদ্ধ .....

ভাটখিজরি গ্রাম পঞ্চায়েতেও বাইরে মলত্যাগ নিষিদ্ধ করার ফল মিলেছে। এখানে গত ৫ মাসে শতকরা ৯০ টি বাড়ীতে শৌচাগার তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভাটখিজরি গ্রাম পঞ্চায়েত ১০০ শতাংশ বাড়ীতেই শৌচাগার সুনিশ্চিত করতে চায়। এই পঞ্চায়েতের মুখিয়ার মতে, এখানেও শৌচাগার তৈরির লক্ষ্যে পোস্টার, হ্যান্ডবিল প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারের সময় সাধারণ মানুষ কিছুটা অবাকই হয়েছিলেন। তারপরও যারা বাইরে মলত্যাগ করছিলেন তাদেরকে গ্রামসভায় সবার সামনে ডেকে বকাবকি করাতে তারা লজ্জায় পড়ে গেলেন এবং অবশেষে নিজেদের শুধরে নিলেন। এখানে পঞ্চায়েতের সদস্যরা ভোরবেলা ঘুরতে বেরিয়ে লক্ষ্য রাখতেন কেউ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করছেন কিনা? যখনই মলত্যাগ করতে দেখা যেত তখনই তাদেরকে হাতেনাতে ধরা হত। এইভাবে দুই পঞ্চায়েতেই খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ হল।

তথ্যসূত্র: পঞ্চায়েতীরাজ আপডেট

মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে কমলা দেবী এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

বার্তা প্রতিনিধি: রাজস্থানের আজমির জেলার অনেক পঞ্চায়েতেই একটি বা দু'টি সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। অন্যান্যদের কাছে সামাজিক ভাবে তা গ্রহণযোগ্যও হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। এই ক্ষমতাবান গোষ্ঠী আদতে পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণকারী। কারণ তাদের কথাতেই ঠিক হয় পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে। তারা সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেদেরই বেছে নেন, যারা এই ক্ষমতার কর্তৃত্বকারীদের কথাবার্তাতেই ওঠা বসা করবে।

সত্যি কথা বলতে কী, পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থায় 'সংরক্ষণ' প্রকৃতই কয়েকটি পরিবারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সুযোগ এনে দিয়েছে। রাজস্থানের আজমির জেলার তিলোনিয়া পঞ্চায়েতের দলিত 'সরপঞ্চ' কমলা দেবী ছিলেন এমন একজন মহিলা যিনি এই পঞ্চায়েতের ক্ষমতাভোগীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে এখানকার একটি পরিবার ক্ষমতার মধুভান্ড নিয়ে বসেছিলেন। তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এই পঞ্চায়েতের 'সরপঞ্চ' পদটি দলিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়। কমলা দেবী ভাবলেন, দীর্ঘদিনের ক্ষমতালোভীদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরানোর জন্য 'সরপঞ্চ' পদে দাঁড়ানোটাই একটা বড় সুযোগ। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ক্ষমতালোভীরা এই নির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, যদিও বর্তমান আইন তাদেরকে দলিত মহিলা 'সরপঞ্চ' মেনে নিতে বাধ্য করছে, তবুও তারা এমন একজন দলিত মহিলাকে জিতিয়ে আনা সুনিশ্চিত করবে, যে তাদের কথামত পঞ্চায়েত চালাবে। এদিকে কমলা দেবীও দমবার পাত্রী নন। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করার ভাবনা নিয়ে এগোতে লাগলেন। তার পূর্ব অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট ছিল। তখন তিনি তার পাড়ায় একটি স্কুল তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। কমলাদেবী মনে করেন, তার পক্ষে দু'টি জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল সততার সঙ্গে কাজ করা এবং অন্যটি হল যতটা করতে পারবেন ততটাই প্রতিশ্রুতি দেওয়া। লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখতে না পারাটা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তাই নির্বাচনী প্রচারে তিনি মানুষের কাছে তেমন প্রতিশ্রুতি দিলেন যা তিনি রক্ষা করতে পারবেন। তার সততা এবং কিছু করার জেদ মানুষকে বিশেষত: মহিলা এবং যুব সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল। তাই সামান্য পরিমাণ রসদ নিয়ে নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েও 'সরপঞ্চ' পদে ১০৭০ ভোটের ব্যবধানে ভালভাবে জিতে গেলেন। 'সরপঞ্চ' পদে বসে এবার গ্রাম উন্নয়নের কাজে হাত দিলেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কিছু সংযোগকারী রাস্তা তৈরি এবং পুকুর সংস্কারের কাজ দ্রুত শুরু করলেন। পঞ্চায়েত অফিস তথা তথ্যকেন্দ্রটি খুব সুন্দরভাবে তৈরি করলেন। নিয়মিতভাবে যাতে গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। পশুচারণ ভূমি রক্ষার কাজে হাত দিলেন। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের সেটা হল, মহিলা 'সরপঞ্চ' থাকায় পঞ্চায়েতে মহিলাদের আনাগোনা বেড়ে গেল এবং উন্নয়ন নিয়ে তাদের সাথে মত বিনিময় যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে লাগল। কমলা দেবী তার নিজস্ব কর্মচারী নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে থাকলেন। যেমন একটি খেলার মাঠ কায়েমী স্বার্থান্বেষী চক্রের লোকেরা পুরোপুরি জবরদখল করে রেখেছিলেন। কমলা দেবী মনের অদম্য জেদ, সাহস ও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেই খেলার মাঠ জবরদখল মুক্ত করতে সফল হয়েছিলেন।

এরকম আর একজন সাহসী মহিলা নৌরতি বাই। আজমির জেলার হারমারা পঞ্চায়েতের 'সরপঞ্চ' নৌরতি দেবীর সামাজিক কাজে যথেষ্ট সুনাম ছিল। আজমীরের বেয়ারফুট কলেজ স্বীকৃত মহিলা গোষ্ঠীগুলির সাথে কাজ করতে গিয়ে তিনি কম্পিউটার শিখেছিলেন যা পরবর্তীতে তার 'সরপঞ্চে'র কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। 'সরপঞ্চ' হওয়ার পর নৌরতি দেবী সংযোগকারী রাস্তা তৈরি, পুকুর সংস্কার প্রভৃতি কাজকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গরীব মানুষের জন্য বাড়ী তৈরি এবং তাদেরকে পেনশনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার আমলে এম জি এন আর ই জি এস'র কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। গত বছর তিনি গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে এক কোটিরও বেশি টাকার কাজ করেছিলেন। এই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক কাজের মধ্য দিয়ে গ্রামকে উন্নত করতে আমাদের রাজ্যের মহিলা প্রধানরাও কারুর উপর নির্ভরশীল না হয়ে যথেষ্ট দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন।

প্রথম পাতার পর...

গরীবের অধিকার রক্ষা

মধ্যে মাত্র দু'টি নৈশাবাস সুষ্ঠুভাবে চলছে।

ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীদের মধ্যে মৌলিক অধিকার বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তুলতে নাটকের মাধ্যমেও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিরিয়াল বা চলচ্চিত্রের নামীদামী অভিনেত্রীরা নয়, এক্ষেত্রে ফুটপাতবাসীরাই নাটকের কুশীলব। তারাই তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি পথ নাটকের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরছেন। ১৬ থেকে ৬২ বছর বয়সের ২৪ জন মহিলাকে নিয়ে তিনটি নাটকের দল তৈরি করা হয়েছে। নাটকের টিম তৈরি করতে ২৪-২৯ মে ছ'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে কোলকাতার ঠাকুরপুকুরের আই আই টি ডি তে। তিনটি নাটকের দলের মধ্যে একটি দল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে সচেতনতা অভিযান গড়ে তুলছে। অন্য একটি দল মহেশতলা বস্তিবাসীদের মধ্যে তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলছে। তৃতীয় দলটি কোলকাতার ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা অভিযান চালাচ্ছে। ১৩ জুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফুটপাতবাসীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তৈরি পথনাটক অনুষ্ঠিত করল রাজাবাজার ২৯ ও ৩৬ নং ওয়ার্ডে।

ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীদের নিয়ে কোলকাতা নব জাগরণ মঞ্চের এই অভিযান শুধুমাত্র সচেতনতা প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। এই প্রচারাভিযান মানুষকে যেমন সচেতন করছে তেমনি আবার তাদের সংগঠিত হতেও সাহায্য করছে।

গণ সংগঠনের উদ্যোগে গরীব মানুষদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার উদ্যোগের সফলতাও মিলতে শুরু করেছে। কোলকাতার ৩৬টি ওয়ার্ডের ১৪৮০টি পরিবার সংগঠিত হয়ে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার ৩৫ কেজি খাদ্য শস্য ২ টাকা কেজি দরে আদায় করে নিতে পেরেছেন। এমনকি, রেশন দোকান থেকে যখন পোকা চাল, গম দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ সংগঠিত করে ভাল চাল, গম আদায় করে নিতে পারছেন। রাজাবাজার ৩৬ নং ওয়ার্ডে ২৮ জন ফুটপাতবাসী ইতিমধ্যে তাদের ভোটার পরিচয়পত্র আদায় করে নিয়েছেন। ১৫০ জনের আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে। গণসংগঠনের সুবাদে ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীরা তাদের অধিকার আদায়ে যেভাবে সংগঠিত হয়ে উঠছেন তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় রাজাবাজার ২৯ নং ওয়ার্ডে। এখানে খালকাটার জন্য উচ্ছেদ হওয়া ২০০টি পরিবার সংগঠিতভাবে তাদের থাকার জন্য শেড আদায় করে নিয়ে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। খাল কাটার কাজ শেষ হলে তাদের জন্য ঘরের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে এমন আশ্বাসও পাওয়া গেছে।

ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীদের চিন্তা, চেতনার বিস্তার ঘটছে গোটা শহর জুড়ে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই সচেতনতা অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠিত হচ্ছে পথসভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা প্রভৃতি নানা ধরনের অধিকার সুরক্ষার কর্মসূচি। গণসংগঠন 'কোলকাতা নব জাগরণ মঞ্চে'র ১৫০০ সদস্যই এখন ফুটপাতবাসী ও বস্তিবাসীদের মুক্তির পথ খুঁজতে ব্যস্ত।

জয়পুরে জৈব গ্রাম কর্মশালা

গোলক বিহারী গোপ: জৈব পদ্ধতিতে চাষবাসে উৎসাহ যোগাতে পুরুলিয়া জেলার জয়পুর কৃষি আধিকারিকের উদ্যোগে বড়গ্রাম অঞ্চলের শিলফোড় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ২০ মে এক জৈব গ্রাম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের ৪০ জন চাষী এই কর্মশালায় অংশ নেন।

এই কর্মশালায় রাসায়নিক সার, বিষ তেল প্রভৃতির ব্যবহার কমিয়ে কেঁচো সার, সবুজ সার, গোবর সারের মাধ্যমে চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার, বিষ তেল প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হওয়ার অর্থই হল, কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া। মাত্রাতিরিক্ত বিষ তেল ব্যবহারের ফলে শত্রু পোকা ধ্বংসের পাশাপাশি ফসলের বন্ধু পোকাগুলিও ধ্বংস হচ্ছে। এর ফলে চাষের ক্ষতি হচ্ছে।

ফসলের রোগ পোকা দমনের ক্ষেত্রে জৈব কীটনাশক যেমন - কেরোসিন ও সাবান দ্রবণ এবং ছাই-গোমূত্র ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এই কর্মশালায় এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্লক কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বিধান চন্দ্র ব্যানার্জী এবং লোক কল্যাণ পরিষদের সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বনির্ভর দলের উদ্যোগে খাদ্যগোলার সূচনা

ফাল্গুনী মাহাত: স্বনির্ভর দলের উদ্যোগে খাদ্যগোলার সূচনা হল পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২ ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত উপর জাবর গ্রামে। জঙ্গলের ধার ঘেষে আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে সক্রিয় রয়েছে চারটি স্বনির্ভর দল- সাগেন সুমার মহিলা স্বনির্ভর দল, সারনা ধরম স্বনির্ভর দল, কংসাবতী স্বনির্ভর দল ও মা দুর্গা স্বনির্ভর দল। প্রত্যন্ত গ্রামে কি ধরনের কাজ করলে জীবন জীবিকা সুনিশ্চিত করা যেতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা হয়। আলোচনায় খাদ্যগোলার প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং জীবন জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে খাদ্যগোলা তৈরির ব্যাপারে সাগেন সুমার স্বনির্ভর দল এবং সারনা ধরম স্বনির্ভর দল ঐক্যমতে পৌঁছায়। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে খাদ্যগোলার কাজ শুরু হয়। সাগেন সুমার মহিলা দলের ১৪ জন সদস্য ১৫ কেজি করে ধান সংগ্রহ করে মোট ২১০ কেজি দলের সদস্য বিরাজী মাঝির বাড়ীতে জমা করেন। সারনা ধরম স্বনির্ভর দলের ১০ জন সদস্যও ১৫ কেজি করে মোট ১৫০ কেজি ধান সংগ্রহ করে গুলাচমনি মাঝির বাড়ীতে রাখেন। দু'দলের সদস্যরাই খাদ্যগোলাকে সমৃদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। কয়েক বছর আদান-প্রদান করলে খাদ্যগোলাকে আরও বড় আকার দেওয়া যাবে বলে মনে করেন দু'দলের সদস্যরাই।

আষাঢ় মাসে মাছ চাষে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে

বার্তা প্রতিনিধি: বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মাছ চাষে কি কি করণীয় তা জেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার। বিশেষ করে মৎস্য প্রজননের মাধ্যমে মাছের বীজপোনা উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা এখনই শুরু করতে হবে যাতে সময়মত বীজপোনা উৎপাদন করে যথাযথভাবে জলাশয়ে ছাড়া যায় এবং সঠিক উৎপাদন করা যায়।

আষাঢ় মাসে মাছ চাষে কি কি ব্যবস্থা নেবেন:

ক) **প্রণোদিত প্রজনন বিষয়ক ব্যবস্থা :-**

- গত মাসে পরিণত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ প্রজননের জন্য বাছাই না করা হলে তার ব্যবস্থা নেওয়া, তাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা।
- প্রজননের জন্য পিট্যুইটারী গ্রন্থি বা হরমোন ইনজেক্শন ভায়েল সংরক্ষণ করা।
- ব্রিডিং ও হ্যাচিং পুলের মেরামতির কাজ না হয়ে থাকলে সম্পন্ন করা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা।
- হাপা ব্রিডিং-এর জন্যে ব্রিডিং হাপা ও আউটার হাপা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম জোগাড় করে রাখা।
- বর্ষার আগে প্রণোদিত প্রজনন করতে চাইলে ঠান্ডা আবহাওয়া যুক্ত পরিবেশে স্ত্রী মাছকে ১ কিলোগ্রাম ওজন প্রতি ২-২.৫ মিলিগ্রাম হিসাবে পিট্যুইটারী গ্রন্থি নির্যাসের ইনজেক্শন দিতে হবে; এর ৪-৪.৫ ঘন্টা পরে পুনরায় ৫-৮ মিলিগ্রাম (প্রতি কিলোগ্রাম ওজন অনুযায়ী) স্ত্রী মাছকে এবং ২-৩ মিলিগ্রাম পুরুষ মাছকে পিট্যুইটারী ইনজেক্শন দিয়ে ব্রিডিং পুলে ছেড়ে দিতে হবে। পরের দিন স্ত্রী ও পুরুষ মাছগুলোকে তুলে নিতে হবে এবং পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটের জলীয় দ্রবণে ১-২ মিনিট স্নান করিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। ঐ দিনই নিষিক্ত ডিমগুলোকে হ্যাচিং পুলে সরিয়ে নেওয়ার ৩ দিন পর হ্যাচিং পুল থেকে রেণু তুলে প্রাকৃতিক অণুখাদ্য তৈরি হওয়া আঁতুর পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

হাপা ব্রিডিং-এর জন্য বৃষ্টি শীতল দিনের প্রয়োজন। স্ত্রী ও পুরুষ মাছগুলোকে পিট্যুইটারী গ্রন্থি নির্যাসের ইনজেক্শন দেওয়ার পর ব্রিডিং হাপাতে ছেড়ে দিতে হবে। আগের মাত্রা মতই ইনজেক্শন দেওয়া হবে। স্ত্রী মাছ ডিম পাড়বে এবং পুরুষ মাছের শুক্র ডিমকে নিষিক্ত করবে। হাপা থেকে ডিম পাড়ার পর স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে তুলে নেওয়া প্রয়োজন। **'পিট্যুইটারী'** হরমোনের পরিবর্তে **'ওভাপ্রিম'** হরমোন ব্যবহার করলে কি পরিমাণে ইঞ্জেকশন দিতে হবে তার উল্লেখ করা হল। একবারই একই সময় স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে ইনজেক্শন দেওয়া হয়ে থাকে।

মাছের জাত	স্ত্রী (১ কিলোগ্রাম ওজন প্রতি)	পুরুষ (১ কিলোগ্রাম ওজন প্রতি)
কাতলা-	০.৪-০.৫ মিলিলিটার	০.১-০.২ মিলিলিটার
রুই-	০.৩-০.৪ মিলিলিটার	০.১-০.২ মিলিলিটার
মৃগাল-	০.২৫-০.৩ মিলিলিটার	০.১-০.২ মিলিলিটার
সিলভার কার্প-	০.৫-০.৭ মিলিলিটার	০.১-০.২ মিলিলিটার
গ্লাস কার্প-	০.৫-০.৮ মিলিলিটার	০.১-০.২ মিলিলিটার

★ **'ওভাপ্রিম'** ছাড়াও বাজারে **'গোনোপ্রো - এফ.এইচ'** পাওয়া যাচ্ছে, এই হরমোনও ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ) **ধানী পোনার উৎপাদন ব্যবস্থা :-**

- আশা করি, পাড় ভাঙ্গা মেরামতি, জঙ্গল পরিস্কার, জলজ আগাছা তুলে ফেলা হয়েছে এবং বড় গাছের ডালপালা ছাঁটার কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। পাঁক না তুলে থাকলে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া আঁতুর/লালন/মজুত পুকুর তৈরি করতে জল থাকা পুকুরে মহুয়ার খোল ও চুন দিয়ে ধানী পোনা চাষের ব্যবস্থাপনাও সেরে ফেলা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক অণুখাদ্য তৈরি হওয়া পুকুরে রেণু ছাড়া ২-৩ দিন আগে কেরোসিন অথবা সাবান ও সরষের তেলের মিশ্রণ ব্যবহারে ক্ষতিকারক পোকা মাঁকড় মেরে জাল টেনে তুলে নেওয়া দরকার।
- যদি ৫০ লিটার জলে ২ মিলিলিটার প্রাকৃতিক অণুখাদ্য থাকে তাহলে বিঘা প্রতি ৩-৪ লক্ষ এবং ৩ মিলিলিটার থাকলে ৬-৭ লক্ষ রেণু মজুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- রেণু ছাড়ার ২য় দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত দৈনিক ৫০০ গ্রাম, ৮ -১৫ দিন পর্যন্ত দৈনিক ১১০০ গ্রাম, ১৬-২০ দিন পর্যন্ত দৈনিক ১৫০০ গ্রাম পরিপূরক খাদ্য (সর্ষের খোল: কুড়ো = ১:১) নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছিটিয়ে দেওয়া দরকার।
- ০.৫ ইঞ্চি ফাঁস জাল ৫ম ও ৮ম দিনে টানা, ১০ম বা ১২শ দিনে চটজাল টেনে আধা ধানী পোনাদের ধরে ছেড়ে দিতে হবে।

গ) **বীজপোনা উৎপাদন ব্যবস্থা:**

- ধানী চাষের মতই জলাশয় তৈরি করা দরকার।
- ধানী পোনা ছাড়ার আগে জলজ পোকা মাকড় মারতে কেরোসিন তেল ব্যবহার করা দরকার।
- বিঘা প্রতি ১.৫-২ লাখ পোনা মজুত করা প্রয়োজন।
- পরিপূরক খাদ্যের ব্যবহার (প্রতি ১ লাখের হিসাবে)

১ম ১০ দিন	প্রতিদিন ৬০০-৭০০ গ্রাম
২য় ১০ দিন	৮০০ - ১০০০ গ্রাম
৩য় ১০ দিন	১০০০ - ১২০০ গ্রাম
৪র্থ ১০ দিন	১২০০ - ১৪০০ গ্রাম

- প্রতি ১০ দিন অন্তর জাল টানার ব্যবস্থা করা।
- জলাশয়ে অনুখাদ্য ঠিক রাখতে পচানো সার ব্যবহার করা।

ঘ) **মজুত পুকুরে চালা/বীজপোনা ছাড়া বা মজুতের হিসাব :**

বিঘা প্রতি ১২০০ - ১৫০০ টি কমপক্ষে ৩ -৪ ইঞ্চি মাপের চালা/বীজপোনা মজুত করা এবং জাত হিসাবে শতকরা পরিমাণ নীচে দেওয়া হল।

কাতলা ৩০০ টি, রুই ৪০০ টি, মৃগাল ৩০০ টি

- বাগদার একক চাষে বিঘা প্রতি ২-২.৫ ইঞ্চি সাইজের ৭০০০ - ৮০০০ টি বীজ পোনা এবং মিশ্র চাষে ৪০০০টি বাগদা ও ৪০০০-৫০০০টি অন্যান্য জাতের লোনা মাছের বীজপোনা ছাড়া যেতে পারে।

শুরু হল বর্ষা আমন চাষ ভরসা

বার্তা প্রতিনিধি: বর্ষা শুরু হল। এবার ঠিক সময়েই বর্ষা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকল। বর্ষা নামার উপর আমন চাষের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করে। গত দু'বছর ধরে বর্ষার আসা-যাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। বৃষ্টি না হওয়ার দরুন বীজ ফেলতে এবং রুইতে অনেকটা সময় লাগছিল। তাতে ফলনও মার খাচ্ছিল। আবহাওয়া দপ্তর এ বছর বর্ষা ভাল হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জুন মাসে বর্ষা শুরু হলেও জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই বর্ষার আসল রূপ ধরা পড়ে। এই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে যারা জুন মাসে বীজ সংগ্রহ এবং বীজতলার মাটি তৈরির কাজ এগিয়ে রাখতে চান তারা অবশ্যই ভাল ফল পাবেন। জুন মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ বীজ ফেলার কাজ শেষ করতে পারলে ভাল হয়।

কৃষিবিদরা এখন স্বল্প মেয়াদি ধান চাষের উপর জোর দিতে শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ হল, ১২০ দিনে চাষ উঠে যাবে এমন বীজের কথাই ভাবা উচিত। বীজের বয়স এক মাসে হলেই তা রোপণ করতে হবে।

রাসায়নিক সারের মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। উৎপাদন খরচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। চাষীদের কাছে এই সমস্যাটাই বড়। অনেক সময় উৎপাদন খরচের অনেক কম মূল্যে বাজারে জিনিস বিক্রি করতে হয়। এর ফলে চাষীরা লোকসানের মুখে পড়েন।

তাই রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহারে চাষের খরচ যেমন কম হবে তেমনি জমির উৎপাদনশীলতাও বজায় থাকবে। তাছাড়া জমিতে যে সমস্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগে না। মাটি পুরোটা গ্রহণ করতে পারে না। এই সময় একটি চাষ দিয়ে জমিতে ধনচে, কলাই অথবা মুগ ডালের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। তার পর গাছ একটু বড় হলে ফের চাষ দিয়ে গাছগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। বৃষ্টির জলে মাটিতেই উৎকৃষ্ট জৈব সার তৈরি হবে। এই প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক সারের কার্যকারিতাও অনেকটা বেড়ে যাবে। ফসলও ভাল ফলবে।

ফসল ও মানুষের সুরক্ষায় নিমের জুড়ি মেলা ভার

বার্তা প্রতিনিধি: জমির ফসলকে রোগ পোকার হাত থেকে বাঁচাতে জমির সীমানায় নিম গাছ লাগানো দরকার। নিমের পাতা ও ফল দু'টিই তেতো। তেতো পাতা ও ফল জমিতে পড়লে একদিকে যেমন রোগ পোকা কমবে তেমনি সার হিসেবেও কাজে লাগবে বলে কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত। চাষীরা সাধারণত: রোগ পোকার আক্রমণ থেকে ফসলকে বাঁচাবার জন্য যে ভাবে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে চলেছেন তাতে মাটির গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। মাটির গুণগত মান নষ্ট হওয়া মানেই ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়া। তাই এখন সার বা কীটনাশকের কথা ভাবতে হলে জৈব সারকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, নিমগাছ লাগানোর দু'বছর পর থেকেই গাছের পাতা ও ফল থেকে ওষধি গুণের সুফল পাওয়া যায়। গাছের আশেপাশের এলাকা থেকে পোকামাকড় পালিয়ে যায়। জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আনতে প্রতি হেক্টর জমির চার পাশের এলাকা জুড়ে অন্তত: ৫০০ নিম গাছ লাগানো যেতে পারে। নিম গাছ থেকে আর্থিক লাভও হতে পারে। বিশ বছরের পুরোনো নিম গাছের বাজার দর যথেষ্ট। নিম গাছ দূষণ রোধেও সহায়ক। নিম গাছ থেকে নানা ধরনের ওষুধ তৈরি হয়। চুলকানি ও চর্ম রোগে নিমপাতা ভাল কাজ দেয়। গরম জলে নিমপাতা সেদ্ধ করে সেই জল দিয়ে স্নান করে খোস পাঁচড়া, চুলকানি রোগ নিরাময় হওয়ার অনেক উদাহরণ আছে। ফসল সুরক্ষার সাথে সাথে মানুষের সুরক্ষায়ও নিম গাছের জুড়ি মেলা ভার।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত